৫ বর্ষ ৮ সংখ্যা ৫ জুলাই ২০০২/২৩ আষাঢ় ১৪০৯

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
তানিম আহমেদ, জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
জাকির হোসেন, বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

সারা দেশ যখন বিশ্বকাপের আনন্দে তমসাচ্ছন্ন তখন দেশের চলমান রাজনীতি নাটকীয় মোড় নিল। হঠাৎ করে সামরিক বাহিনীর প্রধানকে অপসারণ করা হয়। বিএনপি সংসদীয় সভায় রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে জিয়ার মাজারে পুষ্পস্তবক না দেয়ার কারণে পদত্যাগ করতে বলা হয়। বিএনপি'র তরুণ সাংসদরা তারেক রহমানকে দলীয় ক্ষমতা দেয়ার জন্য একাট্টা হয়ে সংসদীয় সভায় প্রস্তাব করে। পরের দিনের নাটক আরো জমে ওঠে। পদত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী। তারেক রহমানকে দেয়া হয় তিন জন সিনিয়রকে ডিঙিয়ে পার্টির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিবের পদ। গুঞ্জন ওঠে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাবার। বাজেটে অতিরিক্ত করারোপ ও রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের কথা সংসদে বলার অজুহাতে আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ফিরে যায় সংসদে। তবে এসব ঘটনার মধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে উঠে আসেন তারেক রহমান। তারেক জিয়ার এ উত্থান আজ সচেতন মহলে নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে।

তারেক রহমানের এই উত্থানের পর্ব শুরু হয়েছিলো অনেক আগেই। তিনি ধীরে ধীরে আসছিলেন আলোচনায়। তবে গত নির্বাচনে মূলত তার দক্ষ পরিচালনায় অসংগঠিত বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও বিএনপি'র নির্বাচনী অফিস হাওয়া ভবনের মাধ্যমে তিনি সরকার নিয়ন্ত্রণে রাখেন জোরালো ভূমিকা। এ কারণে মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হন তারেক জিয়া।

সিনিয়রদের ডিঙিয়ে তারেক জিয়াকে পার্টির এক নম্বর যুগ্ম সচিব করায় রাজনৈতিক মহলে সমালোচিত হলেও সাধারণ জনগণ হতবাক হয়নি। কারণ গত সহস্র বছর ধরে উপমহাদেশের জনগণ দেখে আসছে রাজার পুত্র রাজা হয়। এটা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এমনকি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও। তবে দলের যুগ্ম মহাসচিব পদে পার্টির তরুণদের সমর্থন লাভ করলেও তার সামনে রয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। মুখ না খুললেও নাখোশ সিনিয়র অনেক নেতাই। এছাড়া দেশ শাসনে বিএনপি'র সফলতা ও ব্যর্থতার দায়ভার এখন তাকেও নিতে হবে। তিনি এমন সময় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব হলেন, যখন জোট সরকার রয়েছে বেশ বেকায়দায়।

জনগণ দেশ শাসনের জন্য জোট সরকারকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছে। অতীতে দেখা গেছে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। এ ক্ষমতার প্রয়োগের প্রলোভন তার ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী ও নেওয়াজ শরীফদের আমলে দেশের জনগণ নিরঙ্কুশ সরকারের দাপট দেখেছে। এদেশের জনগণও আজ শাসকদের ক্ষমতার অপব্যবহার দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দোহাই দিয়ে জোটের একটি গোষ্ঠী সরকারের ক্ষমতাকে ভ্রান্ত পথে চালানোর চেষ্টা করছে। অতি উৎসাহী হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা তনয় তারেক জিয়ার এ বিষয়টি বুঝতে হবে।

যোগ্যতম দল হিসেবে ব্রাজিল ও জার্মানির ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল। ক্রীড়ানৈপুণ্যের চমক দেখিয়ে ফাইনালে জার্মানির জালে রোনাল্ডো দু'বার বল ঠেলে দিয়ে ব্রাজিলকে জিতিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকাপ। ব্রাজিল বিশ্বকাপ হাতে পেল পঞ্চমবারের মতো। বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্ব গত এক মাসে এসেছিল একবৃন্তে। গড়ে উঠেছিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। জাপানের ইয়াকোহামা স্টেডিয়ামে রেফারির শেষ বাঁশির মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হলেও, মৈত্রীর এ বন্ধন যেন শেষ না হয়।